দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10-NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ওরা কে কি হতে চায়

॥ রেজোয়ানুল হক রাজা ॥

গতকাল হঠাৎ করেই ঢাকা বোর্ডের এইচ এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। তাই প্রত্যেক বছর যা হয় এবার তা হয়নি। সেরা ছাত্রছাত্রীরা আগেভাগে তাদের সত্যিকার রেজাল্ট জানতে পারেনি। রেজাল্ট বেরোবার পরপরই সন্ধ্যায় ওদের বাড়ীতে গেলে তাই চোখে পড়ে হাসি-আনন্দের বাড়তি প্রকাশ। ওদের সাথে কথা বলে জানা গেল ওদের পড়ার ধরন, পরীক্ষায় ভাল করার জন্য পরামর্শ আর ওদের ভবিষ্যৎ ইচ্ছে।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পাতার পর)

খন্দকার এহতেশামুল হক

বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় প্রথম হয়েছে ঢাকা কলেজের খন্দকার এহতেশামুল হক। এস এস সিতে ১৮তম স্থানের ছাত্র এহতেশাম এক লাফে ১ নম্বরে উঠে আসায় গত সন্ধ্যায় ওদের বাড়ী হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। এক কাগজের রিপোর্টারের কাছ থেকেই ওরা খবরটা জানতে পারে। হ্যান্ডলুম বোর্ডের সদস্য খন্দকার রাশিদুল হক এবং নারায়ণগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের শিক্ষিকা আনোয়ারা বেগমের কৃতী ছেলে এহতেশামকে ওর পড়ার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানায়, সে নিজস্ব রুটিন অনুযায়ী পড়েছে; বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর জন্য শিক্ষকদের সাহায্য নিয়েছে। ভালো রেজাল্ট করার জন্য ওর পরামর্শ হচ্ছে নিয়মিতভাবে আন্তরিক শ্রম দিয়ে নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পড়তে হবে। এহতেশামের ইচ্ছে সে ডাক্তার হবে, কারণ এতে নাকি জনসেবার সুযোগ বেশী।

শায়লা নাজমুন নাহার

একই বিভাগে ৪র্থ এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম শায়লা নাজমুন নাহারের অবস্থাও অনেকটা এহতেশামের মত। এস এস সি'র মেধা তালিকায় সে ছিল না কিন্তু এবার অনেক ওপরে। ওর বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ বি এম খালেদ আর মা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের শিক্ষিকা শাহার বানু জানান, শায়লা উদয়ন স্কুলে বরাবর প্রথম ছিল। এস এস সি'তে রেজাল্ট খারাপ হওয়ায় যে দুঃখ তারা পেয়েছিলেন এবারের রেজাল্ট তা দূর করেছে বলে ওরা জানালেন। শায়লা জানায়, সেও নিজে রুটিন করে দৈনিক গড়ে ৬ ঘন্টা পড়েছে। ওর মতে রোজ বেশীক্ষণ পড়ার দরকার নেই বরং দরকার হল মন দিয়ে পড়া। ওর ইচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নিয়ে গবেষক হবে, নতুন কিছু করার জন্য।

নাজনীন আহমেদ

কলা, ইসলামিক শিক্ষা ও সঙ্গীত শাখায় প্রথম হয়েছে নাজনীন আহমেদ। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ নাজিরউদ্দিন আহমেদের ছোট মেয়ে নাজনীন ওর বাবার পেশাতেই যাবে বলে ঠিক করেছে। ওর মতে সেরা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশাতেই থাকা উচিত। আপাতত ওর ইচ্ছে অর্থনীতিতে অর্নাস পড়া। নাজনীনের রেজাল্ট ওদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। ও এস এস সিতে যশোর বোর্ডে প্রথম হয়েছিল। দেশের সব ছাত্রছাত্রীর চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে এইচ এস সি'র

শারমীন ফারজানা

বাণিজ্য শাখার সেরা ছাত্র ঢাকার বাইরে থাকায় কথা হয়েছে মেয়েদের মধ্যে প্রথম শারমীন ফারজানার সাথে। এস এস সি'তে শারমীন কলা বিভাগ থেকে একটি লেটারসহ প্রথম বিভাগ পেয়েছিল। পরে বিভাগ পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞেস করলে ও জানায়, মূলত বাবার ইচ্ছে। ওর বাবা এমদাদুল হক ইডেন কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। শারমীন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হতে চায় বলে এখন বাণিজ্যে অনার্স পড়বে। ও জানায়, বাণিজ্যের বিষয়গুলো ওর বাবা ওকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ইংরেজী পড়েছে অন্য শিক্ষকের কাছে। শারমীন জানায়, 'বাবা রেজাল্টে খুশী নন, কিন্তু আমি খুশী।'

মানস কুমার কীর্ত্তনিয়া, একমাত্র ব্যতিক্রম

বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মানস কুমার কীর্ত্তনিয়াদের বাসায় ঢুকতেই বোঝা গেল সেখানকার পরিবেশ অন্যদের উল্টো। কারও মুখে হাসি নেই। ছবি তোলার জন্য মানসকে হাসতে বলা হলে ও জানায়, সে হাসতে পারছে না। কারণ জিজ্ঞেস করলে মানস আর ওর বাবা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিএম মন্মথনাথ কীর্ত্তনিয়া একসাথে বলে ওঠেন, এই রেজাল্ট ওরা মেনে নেননি। ওরা নিশ্চিত ছিলেন মানস প্রথম হবে, আগে যতটুকু জানা গিয়েছিল তাতেও তারই আভাস ছিল। গতকাল বিকেলে দ্বিতীয় হবার কথা শোনার পর থেকে তাই ওদের মুখে হাসি নেই। মানসের বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন ধরাধরি করার লোক না থাকলে এদেশে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া যায় না। এস এস সি'তে মানস ৩য় হয়েছিল। ওই রেজাল্টেও সে সন্তুষ্ট ছিল না। ও বলে,আমাকে আর বড় ভাইকে ঠকানো হয়েছে। ওর ভাই ৮২ সালে এস এস সিতে প্রথম এবং পরে এইচ এস সি'তে ৮ম হয়েছিল।

তবুও মানসের সাথে কিছু প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— সে সব বিষয়ে ব্যাচে প্রাইভেট পড়েছে। দৈনিক ৬/৭ ঘন্টা করে পড়ত। ভালো রেজাল্টের জন্য ভালো নোট করে আন্তরিকতার সাথে রোজ কিছু না কিছু পড়তে হবে। মানসের ইচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া।

মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখায় প্রথম শায়লা নাজমুন নাহার এবং বাণিজ্য শাখায় প্রথম শারমীন ফারজানা। —সংবাদ

09